তারিখ MAR. 24 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অবরুদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব আর সাম্প্রদায়িক শক্তির সহিংস কর্মকাণ্ড কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে শাহজালাল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন। সাম্প্রদায়িক জামাত শিবির চক্রের ঘৃণ্য রাজনীতির সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডানপন্থী শিক্ষকদের অংশ। এই শিক্ষকদের কাছে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের চেয়ে রাজনীতির মারপ্যাঁচ এখন বড়ো। শিবির চক্রের অব্যাহত ধর্মঘট এবং তাদের অনুসারী শিক্ষকদের রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তিপনা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। ভাবতে কষ্ট হয় তারাও শিক্ষক, আর তারাও জাতির মেরুদণ্ড।

প্রথমে আসি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে ঐ সাম্প্রদায়িক জামাত শিবির চক্রের চলমান আন্দোলন নিয়ে। গত ৩০ আগস্ট '৯৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয় সিন্ডিকেট। প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে নামকরণবিরোধী সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ক্যাম্পাসে ধর্মঘট আহ্বান করে। এর পর তারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকদের ওপর নির্লজ্জভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। এই সাম্প্রদায়িক অপশক্তির আস্ফালন দেখে মনে হয় না আমরা একটি স্বাধীন দেশে বাস করছি।

অন্যদিকে একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে এরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও। ইসলামী ছাত্র শিবির ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচির কারণে গত দুই মাস অবরুদ্ধ হয়ে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিবির-ছাত্রদলের আন্দোলনে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডানপন্থী শিক্ষকরা। এই শিক্ষকদের রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তিপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোল হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ ধ্বংসের মুখোমুখি। সেশন জটের যাঁতাকালে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। অথচ তা আমাদের এই রাজনৈতিক দল ও শিক্ষকদের একটু ভাবায় না। ন্যায়নীতি মনুষত্ব হার মেনেছে আজ রাজনীতির কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন নাজুক অবস্থা দেখে মনে পড়ে যায় '৯১-এর কথা। সেবার তৎকালীন ভিসির একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শিবির পুরো বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয় পুরো একটি বছর। এমনকি তারা ১৩/১৪ দিন ভিসিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এরাই আবার ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করে। কোন দেশে বাস করছি আমরা। যেখানে আমার ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সঠিক সময়ে বের হতে পারে না। নিরাপত্তাহীনতায় আমার বোনের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এমনটিতো হওয়ার কথা ছিল না। পড়ে গিয়ে কেউ লাশ হয়ে ঘরে ফিরবে।

আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপনের গ্যারান্টি চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার সুষ্ঠ পরিবেশ চাই। এই শাহজালাল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে বসে থাকা ভূত আমাদেরই তাড়াতে হবে। পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে কারণ সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, সাম্প্রদায়িকতা আর শিক্ষা এক সঙ্গে চলতে পারে না। অন্যায় যে করে আর অন্যায় সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে' এই বাণীকি শিক্ষার্থীদের কাছে শুধুই মুখস্থ করার আর পরীক্ষা পাশের বিষয়ই হয়ে থাকবে?

কাওছার আহমেদ
চাকরিজীবী
চট্টগ্রাম